রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জানুয়ারি ১৬, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩ মাঘ ১৪১৩ বঙ্গাব্দ/১৬ জানুয়ারি ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৯-আইন/২০০৭।—যেহেতু বিচার বিভাগীয় পদে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণের বিষয়ে পৃথক বিধিমালা প্রণয়নের জন্য সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের ৭৯/১৯৯৯ নম্বর সিভিল আপীলে প্রদত্ত রায়ে সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি জুডিসিয়াল সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি এবং সার্ভিসে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ সম্পর্কে বিধান প্রণয়নের নির্দেশনা রহিয়াছে;

সেহেতু সুপ্রীম কোর্টের উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য জুডিসিয়াল সার্ভিস গঠনের উদ্দেশ্যে সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সুপ্রীম কোর্ট যে তারিখ হইতে কার্যকর করার পরামর্শ দিবে, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা সেই তারিখ হইতে এই বিধিমালা কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" অর্থ রাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রণীত Rules of Business এর আওতায় সার্ভিসের প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগ;

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

(খ) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ রাষ্ট্রপতি;

(গ) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন;

(ঘ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(ঙ) "পদ" অর্থ তফসিলে উল্লেখিত কোন পদ;

(চ) "শিক্ষানবিস" অর্থ বিধি ৬ এর অধীন শিক্ষানবিস হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি;

(ছ) "প্রবেশ পদ" অর্থ সার্ভিস এর সহকারী জজের পদ;

(জ) "সার্ভিস" অর্থ বিধি ৩ দ্বারা গঠিত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস;

(ঝ) "স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা সমমানের বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

৩। **সার্ভিস গঠন।**—(১) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস নামে একটি সার্ভিস থাকিবে এবং তফসিলে বর্ণিত পদসমূহ উক্ত সার্ভিসের পদ হইবে।

(২) জুডিসিয়াল সার্ভিস নিম্নরূপ ব্যক্তিগণ সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে Bangladesh Civil Service (Judicial) Cadre এ নিযুক্ত ও কর্মরত ব্যক্তিগণ; এবং

(খ) এই বিধিমালার অধীন সার্ভিস পদে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ।

(৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, সময় সময় সার্ভিসের পদ সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিয়া নির্ধারণ ও পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের সম্মতি গ্রহণ না করিয়া সার্ভিসের পদ সংখ্যা হ্রাস করা যাইবে না।

(৪) উপ-বিধি(৩) এর অধীনে পদসংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, সার্ভিসের প্রবেশ পদের অন্যূন ১০% অতিরিক্ত পদ ছুটি, প্রেষণ ও প্রশিক্ষণ বাবদ সংরক্ষিত থাকিবে।

৪। **সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ।**—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯(৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী এবং এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, সার্ভিসের প্রবেশ পদে সরাসরি নিয়োগ করা হইবে।

৫। **সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের যোগ্যতা, বয়ঃসীমা ও অন্যান্য শর্তাবলী।**—(১) কোন ব্যক্তিকে সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ করা হইবে, যদি—

(ক) তিনি কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর এলএল.এম ডিগ্রীধারী হন; এবং

(খ) তাহার বয়স অনধিক ৩০ বৎসর হয়।

(২) কমিশনের সুপারিশ ব্যতিরেকে সার্ভিসের প্রবেশ পদে কোন ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না।

(৩) সার্ভিসের প্রবেশ পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য কোন ব্যক্তি যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন, অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল না হন ; বা

(খ) এমন কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন, যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন।

(৪) সার্ভিসের প্রবেশ পদে সরাসরি নিয়োগ করা হইবে না, যদি—

(ক) নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড অথবা, ক্ষেত্রে বিশেষে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোন মেডিক্যাল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না যাহা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে; এবং

(খ) এইরূপ বাছাইকৃত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তদন্ত না হইয়া থাকে এবং তদন্তের ফলে দেখা যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে নিযুক্তির জন্য তিনি উপযুক্ত নহেন।

(৫) কোন ব্যক্তিকে সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা যাইবে না, যদি তিনি—

(ক) উক্ত পদের জন্য কমিশন কর্তৃক দরখাস্ত আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ফিসসহ যথাযথ ফরম ও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না করেন; এবং

(খ) সরকারী চাকুরী কিংবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকাকালে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল না করেন।

(৬) রাষ্ট্রপতি, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে সুপারিশের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষার সিলেবাস ও পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন পরীক্ষার সিলেবাস ও পদ্ধতি নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত, সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে সুপারিশের জন্য Bangladesh Civil Service (Age, Qualification and Examination for Direct Recruitment) Rules, 1982 এর অধীন সহকারী জজ পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য যেইরূপ সিলেবাস ও পদ্ধতি অনুসৃত হইত সেইরূপ পরীক্ষার সিলেবাস ও পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধানাবলী অনুসরণক্রমে কমিশন কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

(৮) সার্ভিসের প্রবেশ পদে প্রার্থী মনোনয়ন ও নিয়োগদানের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য ২০% কোটা সংরক্ষণ করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতে মহিলাদের মধ্য হইতে অন্যূন ২০% মনোনয়ন ও নিয়োগদান সম্ভব হইলে সেই ক্ষেত্রে উক্তরূপ কোটা সংরক্ষণের প্রয়োজন হইবে না ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, মেধার ভিত্তিতে মহিলাদের মধ্য হইতে অন্যূন ২০% প্রার্থী মনোনয়ন ও নিয়োগদান সম্ভব না হইলে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য হইতে মেধার ভিত্তিতে ২০% কোটা পূরণের জন্য যেই সংখ্যক প্রার্থী প্রয়োজন হইবে সেই সংখ্যক প্রার্থীর জন্য কোটা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৯) সার্ভিসে চাকুরীরত মহিলাদের সংখ্যা সার্ভিস পদ সংখ্যার ৫০% এ উন্নীত হইলে উপ-বিধি (৮) এ উল্লিখিত কোটা অকার্যকর হইবে।

৬। **শিক্ষানবিস**।—(১) শূন্য পদের বিপরীতে সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে নিয়োগের তারিখ হইতে দুই বৎসরের জন্য শিক্ষানবিস হিসাবে নিয়োগ করা হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, কোন শিক্ষানবিসের শিক্ষানবিসি মেয়াদ এই রূপে বর্ধিত করিতে পারিবেন যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে দুই বৎসরের অধিক না হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষানবিসি মেয়াদ বর্ধিত করা না হইলে উহা সর্বোচ্চ দুই বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) শিক্ষানবিসি মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ, শেষ হইবার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, শিক্ষানবিসি মেয়াদ চলাকালে কোন শিক্ষানবিসের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল, তাহা হইলে, উপ-বিধি (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, শিক্ষানবিসকে চাকুরীতে স্থায়ী করিবেন।

(৩) কোন শিক্ষানবিসের শিক্ষানবিসি মেয়াদ বা বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহা চলাকালে বা শেষ হইবার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন যে, তাহার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে, বা, ক্ষেত্রমত, ছিল না কিংবা তাহার কর্মদক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই এবং তিনি উপ-বিধি (৪) এর অধীন নির্ধারিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই বা প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেন নাই, তাহা হইলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ শিক্ষানবিসের চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবেন।

(৪) কোন শিক্ষানবিসকে সার্ভিসের প্রবেশ পদে স্থায়ী করা হইবে না, যদি উক্ত শিক্ষানবিস নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, সময় সময়, নির্ধারিত—

(ক) পরীক্ষায় সফলতার সহিত উত্তীর্ণ না হন; এবং

(খ) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ না করেন কিংবা অংশগ্রহণ করিয়া প্রশিক্ষণ সফলতার সহিত সমাপ্ত না করেন।

(৫) কোন শিক্ষানবিসের চাকুরী উপ-বিধি (৩) এর অধীন আনুষ্ঠানিকভাবে অবসান না ঘটাইলে, উপ-বিধি (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, বর্ধিত শিক্ষানবিসি মেয়াদান্তে তাহার চাকুরী স্থায়ী করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) কোন শিক্ষানবিসের চাকুরী এই বিধির অধীন স্থায়ী করা হইলে শিক্ষানবিসি মেয়াদ পদোন্নতি, পেনশন, ছুটি এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্ধারণের সার্ভিসে তাহার চাকুরীকাল বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। **সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ**।—(১) সার্ভিস পদে কোন ব্যক্তিকে তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অপেক্ষা অধঃস্তন কোন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্ত করণ বা অপসারণ করা যাইবে না।

(২) সার্ভিস পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে তাহার সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দান না করিয়া এবং সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া সার্ভিস পদ হইতে সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত বা অপসারণ করা যাইবে না।

(৩) সার্ভিসের কোন সদস্যকে এই বিধির অধীন সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ বা অপসারণের ক্ষেত্রে Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1985 এর বিধানাবলী, প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে (Mutatis Mutandis) প্রযোজ্য হইবে তবে তদবিষয়ে সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না।

৮। **বিশেষ বিধান**—(১) এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই বিধিমালা কার্যকর হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী তিন বৎসর সময়কালের মধ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১৮) দ্বারা গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এবং উপ-বিধি (৩) এর বিধান সাপেক্ষে বি,সি,এস (প্রশাসন) ক্যাডারের ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন কর্মকর্তাকে তফসিলের দ্বিতীয় অংশের কোন পদে কিংবা সার্ভিসের সহকারী জজ পদে আত্মীকরণ করিতে পারিবেন।

(২) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি জারীর মাধ্যমে এই বিধিমালার অধীন সার্ভিস পদে আত্মীকৃত হইতে ইচ্ছুক কর্মকর্তাদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন সার্ভিসেস কোন পদে আত্মীকৃত হইতে ইচ্ছুক কর্মকর্তাকে, উপ-বিধি (১৯) এর অধীন সংশ্লিষ্ট পদের বিপরীতে উল্লেখিত যোগ্যতার অধিকারী হওয়ার সাপেক্ষে, আত্মীকৃত হইবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া তাহার বর্তমান নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উপ-বিধি (২) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২(দুই) বৎসরের মধ্যে সার্ভিস পদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বরাবরে লিখিত আবেদন করিতে হইবে।

(৪) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (৩) এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত আবেদনগুলি পরবর্তী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে উপ-বিধি (১৮) এ উল্লিখিত বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করিয়া যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশ প্রণয়নের জন্য অনুরোধ করিবেন।

(৫) বাছাই কমিটি উপ-বিধি (৪) এর অধীন আবেদনপত্রগুলি যাচাই-বাছাই করিয়া ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক সার্ভিস রেকর্ডধারী উপযুক্ত প্রার্থীদের নাম আত্মীকরণের জন্য সুপারিশ প্রেরণ করিবেন।

(৬) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (৫) এর অধীন সুপারিশ প্রাপ্তির পরবর্তী ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া আত্মীকরণ আদেশ জারী করিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন আত্মীকরণ আদেশে সংশ্লিষ্ট পদে যোগদানের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, যাহা ৩০ (ত্রিশ) দিনের অধিক হইবে না, আত্মীকৃত পদে যোগদান করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার আত্মীকরণ আদেশ বাতিল করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(৮) উপ-বিধি (১) এর অধীন আত্মীকৃত কর্মকর্তাকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, সুপ্রীমকোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, আত্মীকৃত পদে পদায়ন করিতে পারিবে।

(৯) উপ-বিধি (১) এর অধীন তফসিলের দ্বিতীয় অংশের বিভিন্ন পদে আত্মীকৃত কর্মকর্তাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা আত্মীকৃত হইবার অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডার তাহাদের জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নিরূপিত হইবে।

(১০) উপ-বিধি (১) এর অধীন সার্ভিসের সহকারী জজ পদে আত্মীকৃত কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠতা নিরূপণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে তাহার পূর্ব চাকুরীকাল গণনা করিতে হইবে এবং নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে জ্যেষ্ঠতা নিরূপিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) এই বিধিমালা প্রবর্তনের পূর্বে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত, মেধা তালিকা অনুসারে সহকারী জজ হিসাবে যোগদানকারী কর্মকর্তাগণের সহিত আত্মীকৃত কর্মকর্তা একই ব্যাচের প্রার্থী হিসাবে একটি সাধারণ মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকিলে তদনুসারে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা নিরূপিত হইবে ;

(খ) একই ব্যাচের একাধিক কর্মকর্তা সহকারী জজ হিসাবে আত্মকৃত হইলে, তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা উক্ত ব্যাচের মেধা তালিকার ভিত্তিতে নিরূপিত হইবে ;

(গ) কোন ব্যাচের ক্ষেত্রে এইরূপ সাধারণ মেধা তালিকা না থাকিলে বয়োজ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহকারী জজ এর সহিত আত্মীকৃত কর্মকর্তার জ্যেষ্ঠতা নিরূপিত হইবে ;

(ঘ) দফা (ক), (খ) ও (গ) এর বিধান সাপেক্ষে, সহকারী জজগণ এবং আত্মীকৃত কর্মকর্তাগণের জ্যেষ্ঠতা নিরূপণের ক্ষেত্রে General Principles of Seniority প্রযোজ্য হইবে।

(১১) উপ-বিধি (১) এর অধীন আত্মীকৃত কোন কর্মকর্তা আত্মীকৃত পদে যোগদান করিবার পরবর্তী তিন বৎসর সময়কালের মধ্যে তাহার মূল ক্যাডার বা পদে ফেরত যাইবার জন্য লিখিতভাবে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বরাবরে ইচ্ছা ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

(১২) উপ-বিধি (১১) এর অধীন কোন কর্মকর্তা তাহার মূল সার্ভিস বা পদে ফেরত যাইবার ইচ্ছা করিলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে তাহার ফেরত যাইবার ব্যবস্থা করিবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে সার্ভিস পদে তাহার দায়িত্ব পালনের সময়কাল প্রেষণে চাকুরীকাল হিসাবে গণ্য হইবে এবং তদপ্রেক্ষিতে তাহার মূল সার্ভিসে বা পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা এবং অন্যান্য সুবিধা ক্ষুণ্ন হইবে না।

(১৩) উপ-বিধি (১) এর অধীনে আত্মীকরণের জন্য নির্ধারিত তিন বৎসর সময়কালের জন্য প্রয়োজনবোধে তফসিলের দ্বিতীয় অংশের যেকোন শূন্য পদে উপ-বিধি (১৯) এর অধীন সংশ্লিষ্ট পদের বিপরীতে উল্লেখিত যোগ্যতার অধিকারী বি,সি,এস (প্রশাসন) ক্যাডারের ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন কর্মকর্তাকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শক্রমে প্রেষণে নিয়োগদান করিতে পারিবেন।

(১৪) উপ-বিধি (১) এর অধীনে আত্মীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর যদি তফসিলের দ্বিতীয় অংশে শূন্য পদ থাকে সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে উক্ত শূন্য পদসমূহ বি,সি,এস (প্রশাসন) ক্যাডারের উপযুক্ত কর্মকর্তা দ্বারা প্রেষণে নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে পারিবেন।

(১৫) সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ এবং বিধি অনুযায়ী গৃহীত পদোন্নতি কার্যক্রমের মাধ্যমে সার্ভিসের সদস্য দ্বারা তফসিলের দ্বিতীয় অংশের সকল পদ ২০০৬ সনের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে পূরণ করিতে হইবে এবং একইসংগে প্রেষণে নিয়োজিত বি,সি,এস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণকে উক্ত ক্যাডারে প্রত্যাবর্তন করাইতে হইবে।

(১৬) উপ-বিধি (১) এর অধীন আত্মীকৃত কিংবা উপ-বিধি (১৩) ও (১৪) এর অধীনে প্রেষণে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা তাহার মূল ক্যাডারে প্রত্যাবর্তন করিলে সার্ভিসে দায়িত্ব পালনের কারণে উক্ত ক্যাডারে তাঁহার জ্যেষ্ঠতা বা অন্যান্য সুবিধা ক্ষুণ্ন হইবে না।

(১৭) এই বিধি অনুযায়ী প্রেষণে নিয়োজিত থাকাকালীন সময়ের জন্য সরকার নির্বাহী আদেশ দ্বারা উক্তরূপ নিয়োজিত কর্মকর্তাগণকে বিশেষ কোন আর্থিক সুবিধা প্রদান করিতে পারিবে।

(১৮) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী আত্মীকরণের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে একটি বাছাই গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারপতি, যিনি ইহার সভাপতি হইবেন;

(খ) সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(গ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(ঘ) সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(ঙ) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে; এবং

(চ) রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, পদাধিকারবলে।

(১৯) এই বিধির অধীন সার্ভিসের দ্বিতীয় অংশের বিভিন্ন পদে আত্মীকরণের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির ন্যূনতম যোগ্যতা হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	সার্ভিস পদের নাম	সার্ভিস পদে আত্মীকৃত হইবার ন্যূনতম যোগ্যতা
(ক)	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট।	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/এডিশনাল চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ন্যূনতম ২(দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ প্রথম শ্রেণীর পদে অন্যূন ১৫ (পনের) বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরীর অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
(খ)	এডিশনাল চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/এডিশনাল চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট।	প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ প্রথম শ্রেণীর পদে অন্যূন ১২ (বার) বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরীর অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
(গ)	সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট/ স্পেশাল জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট।	প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ন্যূনতম ৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ প্রথম শ্রেণীর পদে অন্যূন ৮ (আট) বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরীর অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
(ঘ)	জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (২য়/৩য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট)।	ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

(২০) এই বিধির অধীন সার্ভিসের সহকারী জজ পদে আত্মীকরণের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

৯। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) এতদ্দ্বারা বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (গঠন, প্রবেশ পদে নিয়োগ, এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৬ রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত বিধিমালার অধীনকৃত সকল কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীনকৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে Bangladesh Civil Service (Judicial) Cadre-এর বিভিন্ন পদে প্রদত্ত নিয়োগ এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত নিয়োগ বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল

[বিধি-২ (জ) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের পদসমূহ

প্রথম অংশ

(ক) জেলা বিচারক/জেলা ও দায়রা জজ/সমপর্যায়ের অন্যান্য বিচারিক পদ;

(খ) অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ;

(গ) যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ;

(ঘ) সিনিয়র সহকারী জজ;

(ঙ) সহকারী জজ।

দ্বিতীয় অংশ

(ক) চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট/চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট;

(খ) অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট;

(গ) সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট/মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট/স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট);

(ঘ) জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (২য়/৩য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট)।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু মোঃ মনিরুজ্জামান খান
সচিব।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।